উড়ো-খৈ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উড়ো-খৈ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ধেড়চাপা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গোবিন্দায় নমঃ

বাইশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা!

এরা—সময় কাটাবার উপায় রূপে এসেছিল।

কবি নই—কবিতাও নয়। স্বরূপের পরিচয়-চিত্র হিসেবে

এ-গুলি যে-ভাবে তখন উপস্থিত হয়েছিল,—সেই ভাবেই রইল।

কাছে থাকলে বিক্ষেপ আনে, তাই এদের মুক্তি দিয়ে—

নিজের মুক্তি খোঁজা হবে।

জন্মাষ্টমী
১৩৪১

গ্রন্থকার

সূচী

উড়ো খৈ

বুদ্ধিমান

আমরা এক বুদ্ধিমানের দল্ ;—
অবতীর্ণ ধরাধামে, ধোরতে লোকের দোষ আর ছল।
তোমার গুণ থাকুকনা হাজার,—
তাতে হই বরং বেজায় ব্যাজার !
ছুঁচের মত ছিদ্র পেলেই বাড়াতে তায় চালাই কল্।

যদি নাও থাকে তোমার দোষ, আমরা করতে পারি তা সৃষ্টি,
সে কষ্টটা নিয়েই থাকি—যদি করলুমই কৃপা দৃষ্টি।
আমাদের রাখতে তুষ্ট,—
অন্তত খোসামোদ ঘুশটো
যে না দেয়,—সে দেখতে পায় তার হাতে হাতে কত ফল্।

দেখনা—ওই মধু ঘোষটা—করতে গেল কিনা ইস্কুল্ !
আম্‌রা থাকতে সে করতে যায় এমনি সেটার বুদ্ধিটা স্থূল্ !
আমরা যা'না ক'রে থাকি,—
অন্যে কোরবে—সইব নাকি ?
এমন কুনাম রটিয়ে দিলুম—গেল মধু রসাতল।

কাতর হয়ে, পুত্র দিতে—সাধটা হল সারদার্।
এমন্ উড়িয়ে দিলুম্ কুচ্ছ,
ফির্‌তে হোলো গুটিয়ে পুচ্ছ !
উচিত কি ছিলনা শিবুর—না হয় একবার মোদের বল্ ?

আমাদের না বোলে হীরু—করছিল বাপের শ্রাদ্ধ,
শালী-পো তার গিছলো বিলেত—বাজিয়ে দিলুম বাদ্য,
কর্ম্মবাড়ী নাইক শব্দ,
এমনি করে দিলুম জব্দ ;
অর্দ্ধ পথেই বললে সবাই—জাত দেবোকি ? ফিরে চল্ !

কারুকে কেউ বললে বড়—বড়ই বাজে প্রাণে,
তার ওপর তার গুণ গাইলে, বিষ ঢালে যেন কাণে !—
কাঁটা যেন ফোটে দেহে,
আমরা থাক্‌তে বড়টা কেহে ?
বল ত দাদা—
পরের ভালো শুনলে কার্‌না—জ্বোলে ওঠে ঈর্ষানল্ ?

বিজ্ঞ রহস্য

যখন্ আমি বেজায় বেকার,—
কাজ জোটেনা একটা কিছু,
উবু হ'য়ে গুড়ুক্ টেনে
ক্রমেই হয়ে পড়চি নীচু ;

ভেবে দেখলুম বাংলার মাঝে
একটা কাজ রয়েছে তোফা,—
পরচুলো'দে বিরল-কেশী
বাঁধে যেমন মস্ত খোঁপা !

আমার চেয়েও নীরেট মুখ্খু
ছিল ঐ রায়েদের হ'রে,
চালাচ্চে বেশ—বিজ্ঞতাটা
শিখে নিয়ে ধাঁটা ক'রে !

দু-পাঁচ বিষয় কিছু কিছু
জানাটা চাই দু-চার কথা,—
ধরণা যেমন—কুল আর কুলীন্—

—শ্রাদ্ধ, পৈতে বিয়ের ফর্দ্দ,
ক'জনের চাই ময়দা কত',
মকর্দ্দমার দু'দশ ধারা
(আর) গাম্ভীর্য্যটা রীতিমত ।—

গ্রামের লোকের তিন পুরুষের
ঘটনা যা বড় বড়,—
লগ্ন বুঝে প্রয়োগ তরে
থাকাটা চাই সড়গড় ।—

কুলে কার কি দাগ্‌টা আছে—
কেশবী না সর্ব্বানন্দী ?
তার 'ডকুমেণ্ট্' বড়ই দামী,—
রাখবে সেটা বাক্সবন্দী ।—

দাড়িতে হাত, চিবিয়ে কথা
ঠোঁট্ উল্‌টে মাথা নেড়ে,
'গোড়ার-খবর'—শোনান চাই,—
ধীরে ধীরে টিপে ছেড়ে !—

(কেউ) ব'ল্লে কিছু বলাটা চাই—
"ও-নয় ও-নয়—বলি শোনো",—
(অর্থাৎ) কথা কবার ফাঁক্‌টা যেন
অপরে আর না পায় কোনো ।—

উড়ো খৈ

পড়লে কথা—বলতেই হবে—
"সুবিধে বুঝচিনা ওতে"—
(কেউ) নতুন কিছু করতে গেলে
দমিয়ে দেওয়া কোন' মতে।

সনাতন ধর্ম্ম

সনাতন ধর্ম্ম—সেটা কি ?
সেটা পূজাপাঠ কি সন্ন্যাস কিম্বা চাতুর্ম্মাস্য ?
জিজ্ঞাসিলেন আচার্য্যকে হারাণচন্দ্র ভট্‌চায্যি ;
শুনে তিনি মুখ মুচকে করলেন একটু হাস্য।

"বড়ই সুন্দর প্রশ্ন তুমি করেছ আজ হারু,
এতে মহৎ উপকার হয়ে যাবে বিশ্বের।—
এতদিন এ কথাটা মাথায় আসেনি কারু,
দেখচি তুমিই সেরা আমার অপরাপর শিষ্যের।—

—শৃণু বৎস,—সনাতন-ধর্ম্ম করি ব্যাখ্যা,—
যেদিন ব্রহ্মাণ্ড ফেটে পৃথ্বী হলেন বের্,—
আওয়াজ শুনে শৃগাল প্রথম করে উঠল হুয়া ক্যা,
সেইদিন থেকে চলে আসছে এই ধর্ম্মের জের্।—

—সেকি বাপু আজকের কথা ! বহু যুগ গত ;
দন্তহীনা লোল-চর্ম্মা পুরুতদের নতুন বউও—
তার কাছেতে—ভানুমতী কি আত্মারাম সরকারাদি যত,—
রোঘো ডাকাত তানসেন্,—প্রাচীন নয়ক কেউও।—

—সে অতি পুরাতন ধর্ম্ম,—এমন ধারা পুরণো,—
তিতুমীর কি গৌরীসেন, কিম্বা সে মান্ধাতা,
সে তুলনায় কচি খোকা ;—যায়না সে ফুরনো—
সারাটা জীবন পেছু হটেও লাগেনা তার পাতা !—

—ঈশ্বরী পাটনী কিম্বা বৃদ্ধ গোপাল ভাঁড়,
তার কাছেতে এরা সবাই দুগ্ধ পোষ্য ছাবাল্ ;
এমন কি রমানাথের ঘৃতস্ত সেই ষাঁড়—
হরদম্ ছুটেও এ ধর্ম্মের পাননাক নাগাল্ ।—

—আদিকাল হ'তে মাথায় স্বয়ম্ভু এই টিকি—
ধরে ছিলেন ব্যাস বশিষ্ট—এস্তোক বাল্মিক,
তারও বয়েস—সনাতনের নয়ক' সিকির সিকি ;
এখন নিশ্চয় ধর্ম্মটারে বুঝেছ তুমি ঠিক্ ?"

"কী মহান কী সুন্দর কী ভয়ঙ্কর শ্রেষ্ঠ !
রমানাথ সেন আদির বহু পুরাতন ঘৃত,
এবং শ্রীমান হনুমানও নয়ক এর জ্যেষ্ঠ !"
ব'ললে হারু,—"ধর্ম্ম নয় এ সাক্ষাৎ অমৃত !—

—আরে ব্বাস্ ! বুড়ো-শিবের চেয়েও দেখছি বুড়ো !
এইত চাই, এমন নইলে কিসের আবার ধর্ম্ম ?
শুনে আসচি—মাদাই-দাস ছিল যে হরির খুড়ো,—
এর কাছেতে বাচ্চা সেও,—বুঝেছি এবার মর্ম্ম ।"

—আধুনিক লক্ষণ

"বড়ই তুষ্ট হয়েছি বৎস—দেখে তোমার বুদ্ধি,—
হারুকে কন আচার্য্য দেব,—সরে এস কাছে ;
দিব্য চক্ষে দেখছি তোমার হয়েছে চিত্ত শুদ্ধি,—
বলি তোমায় এ ধর্ম্মের লক্ষণ যা যা আছে ।—

সে সব অতি গুহ্য কথা (কিন্তু) পাচ্ছিনা সামলাতে
পেয়েছি যখন সমঝদার, বলবই তা তোমা ;
অনেকেই কাটেন জাবর—নাইক কিছু গাম্‌লাতে,
গো-বধের ভয়ে কেবল মারিনা পেটে বোমা ।—

অবধান,—ধর্ম্মটার বলি এবার লক্ষণ—
মুখেতো বলবেই আর শাস্ত্রেও যেটা নিষিদ্ধ—
গোপনেতে অবশ্য তা করাটা চাই ভক্ষণ,
এবং নিয়মিত করবেও সেটার শ্রাদ্ধ ।—

করবে নিন্দে ভৃত্যগিরীর আর বাণিজ্যের বড়াই,
সবাইকে করতে বল'বে চাষ এবং কারবার,
কিন্তু,—গোলামিটের তরে নিজে পড়বে পায়ে গড়াই
(বড় বাবুর,)—তাড়িয়ে দিলেও—পায়ে ধ'র্‌বে বার্‌বার ।—

ছেলের বিয়েয় টাকা নিলে—বল'বে তারে 'কসাই'
এবং লিখবে—"ব্যাটা বামনের ঘরে হাড়ী"।
নিজের ছেলের বিয়েয় দেবে এমন কোপ্ বসাই,—
বে'ই যেন দেন্ তোমার গর্ভেই ভিটে-মাটী ছাড়ি !—

বলবে—লিখবে—"টাকাটাই অনর্থের মূল",
এবং মকর্দ্দমায় ডুষবে শত মুখে,
সুদের কিন্তু তফাৎ যদি হয়ে পড়ে এক চুল্,—
আদালতে অবশ্যই চড়ে বসবে তার বুকে।—

লিখবে ঠেসে—'একতাটা' কতযে গুণ ধরে,
কথায় কথায় সবাইকে তার দিবে উদাহরণ ;
ভায়ের সঙ্গে ভিন্ন কিন্তু হওয়াটাই চাই পরে,—
আগে হ'লে ত কথাই নাই,—রেখ সেটা স্মরণ।—

গঙ্গাজলের বন্দনাটা করাটা চাই নিশ্চয়ই—
পাপ-হন্ত্রী ব'লে, এবং রাসায়ণিক গুণেও তার ;
খাবে কিন্তু কলের জল,—মেন'না তায় বিস্ময়ই,
সোডাও খাবে 'সে' অবশ্য,—পয়সা আছে যার।—

"সব অসুখের মূলই ঐ স্ত্রী-জাতিটা ভবে"—
বলবে এবং লিখবে—একদম খুবই বিজ্ঞ চালে,
দ্বিতীয়া গতে তৃতীয়ায়—আনতেই কিন্তু হবে—
ঘাটিয়ে গেলেও,—ভুল্টা যেন হয়না কোন' কালে।—

মুখে ব'লবে—"বিদ্যাসাগর বাংলা দেশের আদর্শ"—
আর গুণ গাইবে "সে-কালের"—কথাতে কি লেখায় ;
শয্যা কিন্তু ছাড়বে নাক'—না-কোরে চা স্পর্শ,
বুট্ হ্যাট্ কোট্ পোরবে এবং চোলবেও সেই কেতায় ।—

দু-চোখো সব নীতি-কথা শুনাবে কেবল অন্যে,
এবং বলবে তাদের—করাটা উচিত কি কি ;
মনে জানবে—উপদেশটা সেরেফ্ পরের জন্যে,
উল্‌টো আর লাভের যেটা—নিজে রাখবে শিখি ।—

অর্থাৎ—করবে যেটা করতে বারণ করছে ঐ ধর্ম্ম,
এবং চা বিস্কুট ডিম্ নিশ্চয়ই ধরাবে তোমার বাচ্চারে ;
ধর্ম্মটার সাধন মার্গের বুঝলে বোধ হয় মর্ম্ম ?—
রসনার সুখ যাতে হয় ছাড়বেনা এক কাঁচ্চারে ।—

মোদ্দাটা এই,—বলবে যেটা করবে ঠিক তার উল্‌টো ।
এই অর্থে-ই বিরাজ এখন করছেন সনাতন,—
এবং বুঝেছেও সেটা সকলেই, করেনা আর ভুল্‌টো,—
তাইতেই আজ কারুর ঘরে ধর্ম্মের নেই অনাটন্ ।"

ধর্ম্ম নিষ্ঠা

চট্-কোরে যে কোরবো কিছু নাইক তার যো-টি,
শিষ্যের বাড়ী যেতেই হবে, ছিঁড়েও গেছে চোটি !
খেতেও হবে চা-টা,—
কোরচে কেমন গাটা ;
কোরতেও হবে স্নান,
দু'ছিলিম ধূমপান ;
উপোস সয়না আমার
কোরতেই হবে আহার ;
কোনটা এখন ছাড়ি যে তার পাচ্ছিনা ত' ফাঁক,
দূর হোক্ গে—আজকের মত—পূজোটাই নয় থাক্ !

শ্বশুর বাড়ীর ট্রেনটা ছাড়ে—যেই বাজে দশটা ;
শিউলী বেটার ঘাড়টা ভেঙ্গে— আনতে হবেও রসটা ;
হাড়-বজ্জাতের ধাড়ি
ব্যাটা রোস্‌কে হাড়ি,—
সুদটো আদায় আজ
কোরেই তবে কাজ ;
—হাতটা বড়ই ফাঁকা
চাই-ই চাই টাকা ;
তার পরেতে কিনতে আছে বিভার যা যা সাধ,
কি কোরে যে সময় করি,—পূজোটাই যাক্ বাদ্ !

অনেক কান্নাকাটি কোরে হাতিয়েছি এক পত্তোর,—
গুপ্তি-পাড়ায় ঘটার শ্রাদ্ধ—রামহরি দত্তোর।
ছেলেরা সব শ্রীমান্
কোরবে সোণার বিমান!
খেউরী হতেই হবে,
নাপিত খুঁজি তবে।
—আছে আরও ল্যাঠা—
ফোঁটা তিলক কাটা!
বোলেচে দেবে রামাবলি—শামা ধোপার জ্যাঠাই,
পারিনা আর, সময় কোথা? থাকগে আজ পূজোটাই!

এ জঞ্জাল দেখিনাত' দুনিয়াতে আর কোথায়—
ফাঁড়ার মত আমাদেরই এসে পোড়েছে মাথায়!
দেখিনাত' কোনো লাভ,
সেরেফ্ বাজে আসবাব;
বাদ্ দিতে তাই ঐটে বই—
অকেজো আর কাজটা কই?
দরকারে তাই ঐটে ছেড়ে
সময়টা পাওয়া যায় বেড়ে!—
—লুকিয়ে কিন্তু কোরতে হয়—ওইটাই বড় বাজে,
তাফাৎটা যে বোঝেনা কেউ—কাজে আর অকাজে!

ফলিত-বেদান্ত

১

এবার পেয়েছি সত্য গভীর তত্ত্ব জনার্দ্দনে ভজিয়ে ;
—মিছে এতদিন হয়ে উদাসীন্
গেল—দাড়ি গোঁফ জটা গজিয়ে !

যখন হয়না কিছুই—কেবলই পিছুই,
দেখি দুনিয়াটা সব মিছে,
হায়—যশ মান ধন—হয়না আপন,
—তখন কামড়ায় যেন বিছে !

বলি কেন এত যত্ন—সকলি স্বপ্ন—
দেখচো যা এ সবই,
সবই অনিত্য দারা সুত ভৃত্য,—
গীতায় বলেছেন কেশবই।

তবে, আসে যদি আল্‌পো ক্ষীর ছানা মাল্‌পো,
খেতে নেই কারুর বাধা,
পেলে আরও দশখানা নাই কোন মানা,—
এখন বুঝেছ কিনা দাদা।

২

অনিত্য বোলবে স্বপ্নও বোলবে,
কিন্তু টাকাটা জমাবে ব্যাঙ্কে,
আর—যদি এক পয়সা চুরী করে ময়শা
ভেঙে দেবে তার ঠ্যাংকে।

চালের খুদ্‌টো টাকার সুদ্‌টো
রেখো—দুয়েতেই সমান দৃষ্টি,
তারপর যদি বল—সবই রদি,
দেখো—লাগবে কতই মিষ্টি !

ঝাঁটাটা কুলোটা নেয় যদি ভুলোটা,—
দেবে নম্বর ঠুকে।
"স্বপ্নের সংসার কেইবা কাহার ?"—
বোলতে ভুলোনা মুখে।

৩

করবে তর্ক—'কিবা সম্পর্ক
দুনিয়ার সঙ্গে আমার' ;
দেখবে তাহাতে পয়সা বাঁচাতে
নিশ্চয়ই পারবে দেদার।

(অপরে) কামড়ালে বিছে—বলবে মিছে—
যাতনাটা সেরেফ্ স্বপ্ন,
অন্যের ক্ষতিতে কহিবে ঝাটিতে—
অনিত্যের কিবা আর যত্ন ?

খানাটি ভরায়ে বেড়াটি সরায়ে—
জমিটে বাড়ায়ে লবে ;
স্বপ্ন কেবলি জমি জমা সকলি,—
কাহারো কিছু নয়, ক'বে ।

দয়া আর ভক্তি দুর্ব্বলের উক্তি,—
দানেতেই ভাবে সে ধর্ম্ম ;
জ্ঞানীর লক্ষণ নহে তা কদাচন ;—
কোরোনাক' এমন কর্ম্ম ।

৪

বুদ্ধি যার পাথর, পরদুঃখে কাতর—
সেই সে মূর্খ ই হয়,
বিচারে খুঁজিলে, স্বপ্ন বুঝিলে
দেখিবে—কিছুনা রয় ।

তাই সে দৃঢ়তার জ্ঞানিরা অবতার,
পয়সা যেন তাঁর রক্ত,
কি পাপ কি পুণ্য সকলি শূন্য
বুঝিয়ে—হয়েছেন শক্ত ।

চার্ব্বাক

চার্ব্বাক লোকটা ছিল বটে একটা
মস্তবড় বুদ্ধিমান্
একদম সাফ্ উড়িয়ে দিলে
অতবড় একটা ভগবান

তাঁর—নাক্ ত' নয়—ঠিক্ যেন একটা
ডউরে কলার মোচা,
সামনেতে তাঁর বোসতো না কেউ
হাঁচলে পাছে লাগে খোঁচা !

হঠাৎ দেখলে চোখ দুটো তাঁর
নূতন লোকের লাগত ধাঁদা
দপ দপ ক'রে জোলত' যেন
দু-দুটো পায়রা চাঁদা !

ঠোঁট দুখানা এমন্ পাতলা
ঠিক্ যেন এক জোড়া খুর্,
তাই দিয়ে সব শাস্ত্র কেটে
ভেঙ্গে দিছলেন তাদের ভুর্।

কপালখানা এমন ছিল'
লাগিয়ে দেখতে হ'ত চুল,
P. T. O. টা থাকলে লেখা
অনেকেই কর'তনা ভুল।

ওপরের দাঁত বেজায় উঁচু,
এমন জোরে ডাক্‌তো নাক্,—
রাস্তার চোর ঘরে ঢুকে
সিন্দুক গুলো কর'ত ফাঁক্ !

হাত্তে-বহরে ছিল লোকটা
ঝাড়া সাত ফিট্ লম্বা,
খেতে বসলেই উড়িয়ে দিত
প্রমাণ দু-কাঁদি রম্ভা।

তাই বাঁদরগুলো হ'লনা মানুষ
হয়ে গেল সব মর্কোট্,
আর মানুষগুলো সেইটে খেয়ে
করচে দেখনা ছর্কোট্ !

হাঁ,—যে কথাটা বলছিলুম্,—
বাজে কথা এখন থাক্ ;—
সিংহ-রাশি ছিল লোক্‌টার
আর ষাঁড়ের মত ডাক্।

তুঙ্গী যখন হ'য়ে পড়েন
শনি কেতু রাহু মঙ্গল,—
মহাপুরুষদের জন্মটা হয়
সাফ্ করতে সব জঙ্গল।

এসব লক্ষণ্ যাতে পাবে
প্রতিভাবানের তাই চেহারা,
তা ছাড়া দেখচো যা সব—তা তুমি আমি
আর ওই উড়ে বেহারা।

২

লোক্‌টা যখন "ভগবান নেই"
করে' ফেললেন আবিষ্কার্,
দশ্ দিক্ জুড়ে রাজ্জির লোকের
ধুম্ পোড়লো বাহবার্।

বুক্‌ঠুকে শেষ বল্‌লে লোক্‌টা
"খাও দাও আর মজা মারো
বাকি সময় ফূর্ত্তি কোরে
তাস দাবা আর কচেবারো!"

বোধ হয় এটাও বলতেন নিশ্চয়—
সকাল সন্ধ্যে "চা-টা" খাও;—
(দুঃখের বিষয় ছিলনা তখন)
—"উপরন্তু আর যা পাও।"

পাঁটা গুলো সস্তা ছিল
হোলো বেজায় আক্কারা,
দম্ ভোরে সব করলে স্থুরু
মাগ্গী মিন্‌সে বাচ্চারা।

৩

কেউ বল্লে—শাস্ত্রে যে এত
ভগবানের কথা লিখ্‌চে,—
সে গুলো কি এতটা কাল
মিছি মিছি ঢাক্ পিট্‌চে ?

"ওটা একটা ঘোঁড়ার ডিম্"—
ভুরু তুলে বল্লেন চার্ব্বাক্,—
—"দেখেচো কেউ" ?—বল্লেই, সবাই
বোকা মেরে হয় নির্ব্বাক্।

নেইক' যেটা—দেখবে কেটা,
ওটা মাত্র কথার কথা,
ষোলো কড়াই মিথ্যে, যেমন
কন্ধ কাটার মাথার ব্যথা।

পুঁথিতে আছে সেটা শুধু,—
বুড়োদের হবে ব'লে (একটা) ছিল্লে,
বুড়ো হ'য়ে তারা কি নিয়ে থাকুবে
একটা কিছু না মিল্‌লে ?

চোর যেমন সাধু হোয়েও
অভ্যাস দোষে পুঁটলি নাড়ে,
স্বপ্নে বুড়ো বালক হয়ে
খেজুর রসের ভাঁড়টা পাড়ে,—

না পায় যদি বেকার বৃদ্ধ
একটা কিছু সামলাতে ভাল,—
বাঁধিয়ে মামলা দলাদলী
কোরবে দেশের হাড়ির হাল!

ওই সময় তাই একটা কিছু
জাবর কাটবার্ না পায় যদি,
বিরক্ত আর হতাশ হয়ে
বোসবে কি শেষ নিজেয় বধি!

তাদের ওপর কৃপা ক'রে
বুদ্ধিমান সব শাস্ত্রকার
মস্তিষ্কটা মথন ক'রে
ভগবান এক করলেন বার্।—

একে নির্গুণ নিরাকার তায়
আদি নাই না অন্ত,
বলাটা কি হলনা তায়—
শালিক-পাখীর গজদন্ত!

এমন সুর ভেঁজে গেছেন—
সবাইকে সে আজও নাচায়,
সাপ্ ঢোকে' গে হাঁড়ির ভেতর,
সিঙ্গি গিয়ে ঢোকে খাঁচায়!

দেখবার পাবার কৃপার আশায়
সবাই করে' থাকে হাঁ,
তানাত কি তাদের হাতে
বাঁচত গরীব দুখ্‌খীর গাঁ?

আশার আশে দিন্‌টে কাটে
হাসিল্ কিন্তু হয় ফক্কা
আশাই তাদের লোট্‌কে রাখে
যদ্দিন না সব পায় অক্কা!"

সবাই বল্‌লে—"অকাট্য বাক!
হবেন নিশ্চয় অবতার।"
তাই,—বিড়ি 'বুলি' চা ধরে' সব
হচ্ছি এখন ভবপার।

বাঙালীর দেহতত্ত্ব

ঐ—সহস্রারে সুধা ক্ষরে ব'লে গেছেন মুনি
আর—মূলাধারে ব'সে আছেন কুলকুণ্ডলিনী,—
সাধিস্থান অনাহত আর ঐ বিশুদ্ধাক্ষ—
এক এক শর্ম্মা আছেন সেথা—ঋষিদের বাক্য।
কোরাস্..............এই ত' শুনি।

সুষুম্না পিঙ্গলা আছেন—আর ঐ নাড়ী ইড়া
ব্যাখ্যা করেন স্মৃতিরত্ন কথায় ভিজিয়ে চিঁড়া।
করেন শুনি—পুঁথি খুলে ষড়চক্র ভেদ্
আর বাক্যে শুনি ব্যাঘ্র বধেন নজির রেখে বেদ্!
কোরাস্..............এই তো শুনি।

দেহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বলেন খাঁটি আধ্যাত্মীক্—
রুলের্ মত সোজা আর জলের মত' ঠিক্।
শিরোমণি বলেন শুনি—সে ব্যাটা উজ্‌বক্
বোঝেনা যে,—সাত পুরুষ তার করেনি কুম্ভক্!
কোরাস্..............এই ত' শুনি।

ঠেকে শিখে দেহ-তত্ত্বটা বুঝেছি কিন্তু সার্—
মাথায় আছেন অন্নচিন্তা, কন্যাদায় আর,—
কপালেতে দুঃখ দৈন্য বেঁধে আছেন বাসা,
চক্ষু ছাখেন অনটন্ আর অন্ধকার খাসা !
কোরাস্··················এই ত' দেখি ।

কর্ণ শোনেন হা-হুতাশ আর হুহুঙ্কার যত,
নাশায় রাজেন ড্রেনের গন্ধ—দীর্ঘশ্বাস্ শত ;
মুখ্ ধরেন্—বক্তৃতা আর পরের তরে নীতি,
পরনিন্দা রটনাতে জীহ্বাটা পান প্রীতি ।
কোরাস্··················এই ত' দেখি ।

হস্তদ্বয় সদাই যুক্ত—কাজেই অর্থরিক্ত,
হৃদয়টাকে হতাশাই করে রেখেছে তিক্ত ;
অন্ন-শূন্য উদরেতে প্লীহা নেছেন স্থান,
পা-দু'খানাই এ জীবনের এক মাত্র যান্ !
কোরাস্··················এই ত' দেখি ।

চর্ম্মের উপর ঘৃণাই একা ক'রচে শুধু বাস্,
আলস্য আর ম্যালেরিয়ার দেহটা তালুক খাস্ ।
এই আমাদের দেহতত্ত্ব,—সহস্রার না সুধা ;
এই নিয়েই বেঁচে থাকা,—অন্তে আঁখি মুদা ।
কোরাস্········ ········এই ত' দেখি ।

স্বদেশ সঙ্গীত

কুহু আমার, কেকা আমার, কাকলি আমার—আমার দেশ,—
দেখনা কেমন মলয় পবন, ভাবের স্বপন হান্‌চে বেশ!
দেখনা গো ঐ চাঁদের কিরণ—নাইক তাতে ময়লা লেশ্,
সপ্ত কোটী সন্তান তাই—বলে তোরে আমার দেশ।

কোরাস্—
কিসের ভাবনা কিসের চিন্তা কিসের জ্বালা কিসের ক্লেশ্?
সপ্ত কোটী জঞ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ!

উঠিল যেখানে মহা-ম্যালেরিয়া কাঁপায়ে বুকের হাড় ক'খান্,
পেট-জোড়া পিলে জোয়ান-যুবার—ধুক্ ধুক্ ধুক্ করিছে প্রাণ,
শিক্ষিত—যাহার উপাধি ছাইল—এ-মুড়ো হইতে ও-মুড়ো শেষ,
চাকুরী তরে সে ফেরে দ্বারে দ্বারে, তুই বটেইত তাদের দেশ!

কোরাস্—* * *

একদা যাহার বচন্-বীরেরা বন্যা আনিল' লেক্‌চারে,
একদা যাহার সংস্কারকে—সংহারিল এই দেশ্‌টারে,
সন্তান যার হুইস্কি ধরিল, পকেটে চাঁদির Cigar Case,
তুই বটেইত তাদের জননী—বটেইত তুই তাদের দেশ!

কোরাস্—* * *

Curl তুলিল তুগালে যাদের,—রমণী-সুলভ,—মন্দ কি !
চরণে পম্‌সু রেশমি ওড়না—ভিটেটায় রেখে বন্ধকী ;
পত্নীরে যা'রা প্রিয়তমা বলে—বাপে দিয়ে তার ভিখারী বেশ,
তুই বটেইত তাদের জননী—বটেইত তুই তাদের দেশ !
কোরাস্—* * *

একদা যাহার পল্লী-পতিরা বিলাস খুঁজিল কলিকাতায়,
শুকালো সরসী ছাইল বন পল্লী-লক্ষ্মী নিল বিদায় ;
বিদ্যালয়েতে ঝুলিল বাদুড়্ ভূমে সে শুইল অবশেষ,
তুই বটেই ত তাদের জননী—বটেইত তুই তাদের দেশ !
কোরাস্—* * *

পড়িল যেখানে বিধবার শ্বাস,—ভাই দেবরের ব্যবহারে,
কাঁদি হাতে ধরি অনাথ শিশু—ফেরে অভাগিনী দ্বারে দ্বারে,
যাচে সে মৃত্যু দিবস রজনী,—বলে—কৃপা করি লহ দীনেশ ;
তুই না হলে তাদের জননী, কে আর হবে মা তাদের দেশ !
কোরাস্—* * *

সবাই যেখানে কহে নীতি-কথা, নিজেরা পালেনা একটা কেউ,
সলিল-শূন্য শুষ্ক সিন্ধু—শব্দে কেবলি উঠিছে ঢেউ,
সকল বিষয়ে সবাই দক্ষ, কে কার শোনে বা উপদেশ !
তুইত বটেই তাদের জননী—তুই বটেইত তাদের দেশ !
কোরাস্—* * *

উঠিল যেখানে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে ভকীল কণ্ঠে law-এর তান্,
বাস্তু ভিটায় চরিল ঘুঘু, লক্ষপতি ভানিল ধান্ ;
ভায়ে-দুলিয়ে বিজয়ী ভ্রাতার হাসিতে উথলি উঠিল face,
না থাকে যদি তাদের রক্ত এ শিরায় ত' কি disgrace !

কোরাস্— *   *   *

যদিও মা তোর শাস্ত্র আলোকে ঘিরে আছে আজ আচার ঘোর,
তাই নিয়ে ঐ টিকিধারী ক'টা কোরচে বটে বেজায় সোর্,
আমরা মা তায় দিব রসাতল, আমরা মানুষ নহি গবেশ,
বিলাস আমার ব্যসন আমার বচন আমার আমার দেশ ।

কোরাস্—

কিসের ভাবনা কিসের চিন্তা, কিসের জ্বালা কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটী জঞ্জাল যার ডাকছে উচ্চে আমার দেশ ।

স্বদেশ ভক্তি

(সংক্ষিপ্তসার)

আমার কথায় রক্ষা হয়ত' হোক্ দেশটা রক্ষা,
অন্যে যদি করে সেটা ত' এক্‌খুনি পাক্ অক্কা।

আমার যাতে নাম্‌টা নাই এমন কোন কাজই—
অন্যে যদি কোরতে যায়, সে ব্যাটা ঘোর পাজী!

ভারত উদ্ধার আমার দ্বারা হয় যদি ত হোক্,
তানাত দেশ চুলোয় যাক্—নাইক আমার শোক।

আমায় ডিঙ্গিয়ে অন্যে কোরবে সইতে হবে নাকি?
জাহান্নমে যাক্ সে দেশ, কিছুনা ক্ষেদ রাখি।

এইটে মোদের আসল কথা স্বভাবের সেরা,
বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে সেটা ঢেকে ঢুকে ফেরা।

বিশুদ্ধ বৈবাহিক প্রেম

ভাব্‌চো আমায় বোকা নাকি ?
মেয়ের বিয়েয় ফতুর হয়ে
ছেলের বিয়েয় পোড়ব ফাঁকি !

ঠাউরেচ' ত মন্দ নয় !
এই হলেই বেশ্‌ সুখ্‌টা হয় ?
কি কোর্‌ব দাদা—পারবনা তা,
মাপ্‌টা কোরো গোস্তাকি ।

বোলবে—"বেটা আস্ত কসাই ?"
তানাত কি ঘোষ্‌জা মশাই
তুমি আস মেয়ে দিতে,—
দাদা বোলে আমায় ডাকি !

ছেলের বিয়েয় লুটে দেদার্‌—
হঠাৎ যে আজ বেজায় উদার !
এসব বুলি শুনিনি ত—
ভিটে যখন বাঁধা রাখি !

উদর ছেড়ে উদারতা
নাইক তেমন ভাবুকতা,
আমায় যে সুখ দেছ দাদা,
দেখনা তার স্বাদটা চাখি !

কতদিন জ্বলেনি চুলো,
মুড়ি খেয়ে ছেলেগুলো—
খিদেয় কেঁদে কাতর হ'ত,
(কই একবার) পোছোনিত' কেমন থাকি ?

(এখন) করবে বটে moralize,
এ নয় Essay লিখে নেওয়া prize !
এ যে হাড়ে হাড়ে realize,—
শুধু পথের কাঙাল হতে বাকি !

বউয়ে-পাওয়া

হঠাৎ গিন্নির চেগে উঠলো ছেলের বিয়ের সাধ,
দিন কাটে তাঁর ঐ ধান্দায়—আর জাগরণে রাত।
বউ দেখবার বাসনা তাঁর প্রবল হ'ল এমন,—
চুল বাঁধেনা পান রোচেনা, ভাত খায়না তেমন!
আমি বললুম,—রোসো রোসো—হোক্‌না 'এলে' পাশটা,
এমন ভেঙে পড়লেন প্রিয়া—বেরোয় বুঝি শ্বাসটা!—
সবাই বললে "কর কি কেষ্ট, কর কি হে কেষ্টদা,—
স্ত্রী হত্যাটা করবে নাকি?—দিয়ে ফ্যালো বিবাহটা।"

আমায় রাজি দেখে কৃষ্ণ ধ'রলে দীপক্‌ সুর,—
বউটি হবে কলকেতার—নয় ভবানীপুর।
লেখা পড়া জানবে ভাল হবে যে তাঁর সঙ্গী,
মোটেই যেন থাকেনা তার লজ্জাবতীর ভঙ্গী।
দেখতে শুনতে কি যে হবে—সে আর বলব কি
শকুন্তলার 'ফ্যাক্‌সিমিলি'—মোমের পুতুলটি!
সবাই বললে—এইত কথা—এইত মামলা কেষ্টদা,
কঠিন কি আর, ত্বরায় তুমি দিয়ে ফ্যালো বিবাহটা।

তিনি বললেন—চিরকালই অলুক্ষুণে কথা মুখে,
আমি গেলে বাঁচ তুমি—আপদ্ যেন যায় চুকে।
সবাই বল্লে ছি ছি কেষ্ট ওকি কথা কেষ্টদা ?
লক্ষ্মী আসবেন আলো কোরে ঘর—দিয়ে ফ্যালো বিবাহটা

•

সহর চোষে ফরমাজি-বউ—আনলুম যখন ঘরে,—
একে দেখায় ওকে দেখায়—আহ্লাদেতেই মরে !
বেঁটে-খেঁটে গেঁটে-গোটা কালো-কোলো এক ঝি,—
আদ্পো কোরে তেল মাখে (আর) ভাতে চাই তার ঘি !
পান দোক্তা খায় দিনরাত,—গলায় হেলে-হার,
বিধাতা দিয়েছেন তারে রাজ্জির কথার ভার !
চুল খাটো আর চোখ ছুটো গোল,—বলে আঁচল টেনে
"সাঁজ সকালে চা খায় মেয়ে—রেখ' সেটা জেনে !"
সবাই বল্লে—সেত ঠিকই,—খায়না কে আর কেষ্টদা ?
সব ঘরেতেই মাসিক ফর্দ্দে—সর্ব্বাগ্রে বিরাজেন চা।"

পাড়ার লোকই হামরাই হোয়ে ফর্দ্দ করলে চাই যা যা,
খুবই তাদের মাথা ব্যথা হয়নি যদ্দিন বৌ-ভাতটা।
বছর ফিরতেই রাত্তির হ'লে পেত্নী যেন পেত আমায়,
দীর্ঘশ্বাসে মনে হোতো সাপ ঢুকেছে খাটের তলায়!
ক্রমে সুরু ফোঁশ্-ফোঁশানি, বলেনা কিছু মুখ খুলে;
বললুম্ আমি—"বলে ফ্যালো—মোর্‌চো কেন' পেট্ ফুলে?"
সবাই বললে—তুমিত' বড় বেওকুব হে কেষ্টদা,
প্রতিকারটা করে ফ্যালো, ব্যাপারটা কি বুঝছ'না?"

ব্যাপারটা ত' জানাই ছিল—অপেক্ষাটাই ছিল কেবল,
যদিও ভাবিনি বটে এতই শীগ্‌গির ফলবে সে ফল!
কেঁদে বললেন—"অষ্টপ্রহর আসবাব্ দেখে অবাক্ হই—
মজুমদারের 'ক্যাটেলগ্' আর তিন্ প্যাঁটরা ঠাসা বই!
লক্ষ্মীর-ঝাঁপি দূর করেছে—রাখচে সাবান পমেটাম্
স্মেলিংসল্ট্ স্পিরিট্-ল্যাম্প,—চা খাবার সব সরঞ্জাম্!
কোরচে যা আর বোলচে যা-যা—শুনিনি তা বাপের জন্মে,
দেখচি এখন দিন থাকতে—সরাই ভালো ধম্মে ধম্মে।
ছেলেটারেও পর ক'রলে—তারি কথায় দেয় সে সায়,—
সংসারে সে এখন যেন আপদ বলেই দেখে আমায়!
সবাই বল্‌লে—"নতুন কি আর,—হয়েছে কি কেষ্টদা?
একটু কম আর একটু বেশী,—সব বাড়িতেই ঐ দশা।

ভাবলুম তখন, গিন্নিরা সব বউ দেখবার তরে মরে,
ভাবেন বুঝি বউমা এলেই—তুলবে তাঁদের স্বর্গোপরে।
তার পরেতেই কেঁদে বলেন—"পর করলে মোর শচীনে,"
দুদিন আগে প্রিয়ার আমার ঘর চলেনি বউ বিনে!
তিন 'ফেলেতে' কুঞ্জ যখন দিলে আমায় খুব আক্কেল,—
ঢুকিয়ে দিলুম তিরিশ টাকায়,—ভাগ্যে দেশে ছিল 'রেল্'।
দুর্গা বলে যাত্রা তখন করি করতে কাশীবাস,
ঘর ছাড়তে কাঁদেন প্রিয়া—ফেলেন ঘন দীর্ঘশ্বাস!
সবাই বল্‌লে—সাবাস কেষ্টো বেঁচে গেলে কেষ্টদা,
আমি বললুম মনে মনে—গিন্নি থাকতে নয়কো তা!

বাগাতে না পেরে আমায় ফিরতেন তিনি এ-দোর ও-দোর,
ফি হপ্তায় পত্র লেখা আর ফি হপ্তায় চাই তাঁর খবোর।
একদিন বলেন, শুনেচ গো—বউমা যে মোর পোয়াতী!
সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলে গেল, বললুম—নাচো বুক্ পাতি!
বললেন—ওমা কি গো তুমি! দেখতে সাধ নেই নাতির মুখ?—
ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে যাই, কেমন যেন করচে বুক্।—
এইত প্রথম পোয়াতী সে, কে আছে 'বেন্' তুলবে তার?
বল্লুম আমি,—এক্ষুনি যাও,—ফেরবার নাম কোরোনা আর।
আসা যাওয়া চলেছে তাঁর,—সেইখানেই তাঁর নাড়ীর টান,
দুদিন পরেই পালিয়ে আসেন—বউমা যেই ধরেন্ উজান!
সবাই বললে—ভ্যালারে কেষ্ট, পুরুষ বটে কেষ্টদা,
আমি জানচি মনে মনে—এক কড়াওনা ভাবচো যা।

অশেষ-সঙ্গীত

সব কাজের শেষ আছে,—
শুধু—বাজার করার নাইক' শেষ।
নুন যদি রয়েছে ঘরে,—
ভাঁড়ে নাইক' তেলের লেশ!

হুঁকোয় মাত্র দিছি হাত
এই হয়েছে অপরাধ!
গিন্নি এসে অনটনের
লম্বা ফর্দ্দ করেন পেস্।—

—"তিন দিন আজ নাইক' ডাল,
ভাঁড়ারে নাই একটা চাল
ঘি-এর কথা বোলব' না আর,—
তেল অভাবে রুক্ষ কেশ!—
কাঁচা লঙ্কাও এনো ছুটো,—
ভাতে পোড়ায় লাগে বেশ্!—

এমন পোড়ারমুখো ধোপা,—
　　হারিয়ে কাপড় করে চোপা!
কাপড় এলে বাজার থেকে—
　　ইস্কুলে যাবে নরেশ।"

যেদিন,—হাট নেই তাই আছি খুসি,
　　দেখি, হাই তুলে হন্ হাজির পিসি,
শুনি—আপিন্ বিনে পেট ফুলছে,—
　　ভাংতেছে গা—বড়ই ক্লেশ্!

ভাবছি বসে আজকে রেহাই।
　　দেখি—খানিক পরেই হাজির বেহাই!
গাম্ছা মাথায় দিয়ে ছুটি—
　　বাজারে,—আনতে সন্দেশ।
সব কাজের শেষ আছে,—
　　শুধু—বাজার করার নাইক' শেষ।

ব্যঙ্গভাষা

সবাই যেটা বুঝতে পারে তাই যদি হয় ভাষা,
পাঠ্যগুলো লেখালেই হয় ধরে ধরে সব চাষা।
অনেক্ বিষয় গোল চোকে তায়—বিশেষ বর্ণাশুদ্ধি,
যার যা আসে লিখলেই হবে যোগায় যেমন বুদ্ধি।
যুক্ত অক্ষর মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে তায় বাঁচবে,
'হসন্ত' জীবন্ত হয়ে প্যা পিছ্লে নাচ্বে।
গ্রাম্য কথা গুদাম ঝেড়ে খুলবে সদাব্রত,
ও-কার গুলো বুক্ ফুলিয়ে ফিরবে লক্কার মত।

•

বিদ্যাসাগর অক্ষয়দত্ত ভূদেব আর কালী—
বাজ্পড়া তালগাছের মত নামে রইবেন খালি।
মাইকেলের "দ্বিরদ রদ" হয়ে যাবে রদ্,
হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর—বেনেয় করবে বধ!
ঢাল তলোয়ার বুকে করে—সিপাহির যুদ্ধ
পাঠাগারেই পড়ে রবে—যেন ধ্যানী বুদ্ধ!
নব বধূর আল্মারিতে বঙ্কিমচন্দ্র আর
কোন মতে এক-আদ পুরুষ করবেন বিহার।
সাহিত্যের সুবাদার আর সরস্বতী যতো,—
তাঁর বিরুদ্ধে এরি মধ্যে—খাপ্পা রীতিমতো!
হুতুম্-প্যাঁচা ডানা ঝেড়ে বস্‌বে উচ্চ ডালে,
টেক্ চাঁদের 'দুলাল' এসে টীকা নেবে ভালে।

তরজা গুলোর সংগ্রহ তাই করাটা চাই এখুনি,
হাটে বসে নোট্ করা চাই বলে যা পুঁটী মেছুনি।
পাঁচালীকে ফেরান চাই দিয়ে নূতন পাট্টা,
মিসন্ প্রেসে জন্ম নিয়ে আদায় করুক বাট্টা।
ঝুমুরের চাই রাজ সংস্করণ—সোনার জলে বাঁধা,
এণ্টিক্ আলো ক'রে তারা লাগিয়ে দিক্ ধাঁদা।
সত্বর এসব আদি গ্রন্থের নেওয়াটা চাই সন্ধান,
আশা করি ত্বরায় প্রকাশ করবেনই কেউ ভাগ্যবান্।
খাঁটি বাংলা বুকে ধরে এরাই আছে প'ড়ে,
রক্ষা কর দেশটাকে ভাই একটু নোড়ে-চোড়ে।

ঢোল বাজিয়ে বার ক'রে দাও ব্যাকরণের সন্ধি সমাস্,
কারক রূপ আর সত্বণত্বে মিছে কাটে কত বারমাস।
মাতৃভাষা শেখা কি আবার,—দিচ্চে তোমায় ফাঁসি কে ?
অনায়াসে বই লিখে যাও—লিখে যাও সব মাসিকে।
হ'রে শান্তে কেষ্টা ভুলো, লিখুক্‌না সে বিশু হোড়্,
মেয়ে লিখুক মদ্দ লিখুক—লেখার হোক নব হুল্লোড়্।
পড়া ছেড়ে লেখক হওয়া নয়কি সেটা ভাগ্যের কথা ?
আত্ম জনে বাদ্‌টা দিয়ে দেশ হিতৈষী হওয়া যথা !

ছেলে গুলোর হস্‌সি দিগ্‌গি জ্ঞানটা না হয় যাতে,
কম্পোজিটার ছাপ্‌তে পারে দিনে তিন্‌শো পাতে ;—
বোধ হচ্ছে সেই সুখের দিন সন্নিকট অতি,
কোমর বেঁধে কাস্তে নেছেন অনেক মহামতি।
কাট-ছাঁটেতে গাছগুলোও ফুল-ফল দেয় জবর,
নিশ্চয়ই সে মহাত্মারা রাখেন সেটার খবর।

নাসা কেটে ভাষাটায় তাই করতে বেজায় বলিষ্ঠ,
ঘরের খেয়ে অনেকেই হয়ে পড়েছেন অতিষ্ঠ।

দুটো ন আর তিনটে স-এর দরকারই বা কি ?
মিছি মিছি বাজে খরচ নয়কি দুটো ই ?
বল'দিকি—লিখতে চোখে আসেনা কি জল,—
পাষাণী উর্ব্বশী ঊষা, সনৎ শাসমল ?—
কৃপাণ বিষাণ বিভীষিকা—শুনেই প্রাণ কাঁপে,
সরস্বতী শুনতেই ভাল'—দূর কর' ও পাপে।
অবিলম্বে দূর কর সব বেয়াড়া আসবাব্—
বিদ্‌ঘুটে ওই দীর্ঘ ঊ-কেও দিয়ে দাও জবাব।
ভাষা ছেঁটে সোজা করা চাই স্থপুরি গাছের মত,
ঃ আর ঙ ঞ ৯ আছে ঝঞ্ঝাট যত।
নিতাই তখন মহানন্দে বাজিয়ে দেবে খোল্,
ভাবে গদ' গদ' নিমাই দেবে হরিবোল।

রঙ্গভাষা

সাধারণে বুঝতে নারেন তাই যদি হয় ভাষা,—
লেখার ভারটা টোলে দিয়ে নিদ্রা দাও সব খাসা।
দশ্‌টা বচর থাকলে সবাই এই ক'রে চুপ চাপ্—
পত্র খুলে পড়তে গিয়ে, বলে' উঠতে হবে—বাপ্‌!
বই খুলেই আর দন্তস্ফুট্ চলবে নাক' কারো,—
পাণিনি না পড়ে' যদি আস বছর বারো।
ব্যাকরণের তিঙ্‌ আর লঙ্‌ লুট্ লট্ লুঙ্ রুকে
লেখাপড়া কি কথার আগেই চেপে ধোরবে বুকে।
বিন্ধ্যাচলের মত তারা মধ্যিখানে প'ড়ে
চোদ্দ আনা লোক্‌কে তোফা তুলবে বোবা গোড়ে!

লিখতে পড়তে ঢোক্ গেলাবে পাছে ভুলটা করি,
সেই রকমই ভাষাটারে করলে 'কাদম্বরী'
সীতার মতই বাংলাটারও হবে বনবাস্
জোড়া বঙ্গ টোঁড়া হয়ে বইবে পরিহাস।
মায়ের কোলে শিখবে যেটা সেটা গিয়ে ভুলে,—
ছাঁচে ঢালা মাতৃভাষা শিখবে গে ইস্কুলে।
সাধারণের বুঝতে সেটা ঝরবে কাল্-ঘাম
আমরা তাদের মুক্ষু বলে কেটে দেবো নাম।

বিধির শাপে বঙ্গের বাড় কমার দিকে ঝুঁকে—
ঊর্দ্ধ থেকে গড়িয়ে ক্রমে আসচে নিম্ন মুখে ;
তার ওপর সন্ধি সমাস বাড়ান যদি হাত,
অচিরেই বাংলাটার দেখবো-ছুটো জাত্।
ক্ষতি কি তায় মন্দ সেটা হবে নাক' নেহাৎ,
একটা তবু থাকবে যদি অন্যটা হয় বেহাত্।

পেলব, দ্যোতক, মেদুর ঋদ্ধি বিষদিগ্ধশল্য
অসংবৃত অনবদ্য পাওয়াবে কৈবল্য।
যাযাবর উটজ এষা, প্রাড়বিবাক আর মূক
কৃষ্টি, ভূমা মর্ম্মন্তুদ বাড়িয়ে দেবে সুখ।
শ্রব্য উপজীব্য ন্যাস জেতৃত্বের দাবী
বাংলাটার গলাটিপে খাওয়াইবে খাবি।
দীঘল গলা বাড়িয়ে তখন বকটা হবেন বলাকা,
সরিতের মীন সাবাড় হবে—ছোঁবেননা মাছ 'জলা-কা'।
বাংলা ভাষায় দেশ ছাড়াতে রুকবে যখন উষর্বুধ,—
উষসী তার সহায় হলে দেখবে কেমন ঘুসোর যুৎ।
প্রবন্ধে আর বক্তৃতায় ঝাড়বো যখন এসব
গোলকেতে Interpretor চেয়ে পাঠাবেন কেশব।
প্রবাস থেকে ফিরে কানাই বলবে—"ওরে বিশে
দেশে আসতে ভুল করে যে এসেছি নৈমিষে!"
আচমনটা করে তখন সাহিত্যের সব সম্রাট্
উচ্চকণ্ঠে বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধে পড়বেন বিরাট।

নিবেদন

চিরদিন ত' কোকিল-মশাই মোদের মাথা খেয়ে
বসন্তের ব্রিফ্ নিয়ে এসে গান গিয়েছে গেয়ে।
কদম্ব কেতকী আর কহ্লারের পালা,—
ভেকের ডাকের সঙ্গে তার সাজিয়ে গেছে ডালা ;

মেঘের গলায় বকের মালা,—বর্ষা-রাণীর গান্
বেধেছে নিরালা ঘরে বিরহিণীর প্রাণ।
বেজেছে বাঁশরী কত' ডেকে গেছে পাখী,
সন্ধ্যা-শঙ্খ রবে কত ঝরে গেছে আঁখি ;

উদাসী প্রেমিক কত গেছে ঘর ছাড়ি,
কত খেয়া পর'পারে দিয়ে গেছে পাড়ি ;
পল্লী-রূপসী কত—কল্সী [illegible] কূলে'
জলের মাঝে ঘর-খুঁজেছে [illegible]কল জ্বালা ভুলে !

উড়ো খৈ

বৃন্দাবনের কুঞ্জ হতে—বর্দ্ধমানের বকুল-তলায়,
প্রেমের কথা ছড়িয়ে আছে কত ছন্দে ষোল কলায়।
ফুলের হাসি চাঁদের আলো নদীর কলতান,
শেফালী জ্যোৎস্নায় নেছে লুঠে আধেক প্রাণ।

ঘরে বাইরে চুম্বনাদির খুলে সদাব্রত,—
আজো কি খুঁৎ রয়ে গেছে—হয়নি মনোমত!
সোহিনী আর সাহানার কি সাধ মেটেনি আজো?
কৃপা করে কবি একবার—সুর বোদ্‌লে বাজো।

ব্যবসা

"গোলামিতেই দেশটা গেল"—বোলে বেজায় বিজ্ঞতা
করলেন যখন লেখক বক্তায়,—সবাই বল্‌লে ঠিক্ কথা।
দেখলেনা কেউ, তাঁরাই নিত্য হাজির দিয়ে প্রাতে,—
জামাই আর ছেলের আর্জ্জি বড় বাবুর হাতে—
দিচ্চেন বহু বিনয় করি।—"জামাই পোড়লো ঘাড়ে—
আপনি যদি না রাখেন, আর চলেনা এ হাড়ে"।

দেশের ছেলে হুজুগ পেয়ে ফেল্ করে সব মাইনার,
তাড়াতাড়ি বায়না দিলে বাঁয়া আর ডাইনার।
কি ক'রবে তা স্থির হলনা—কিনে বোসলো আলমারি,
কলকেতা রোজ ঘুরে আসে—ছাঁচি-পানে গাল ভারি।
ব্যবসা বাছাই চলতে লাগলো—ব'সে গেল থিয়েটার,
ইতিমধ্যে সুবিধেটা হয়েও গেল বিয়েটার!

পত্নীর বাপের রক্তমাংস ছুই এল' যেই হাতে,
স্বাধীন ব্যবসার বিষয়টাও চট্ এসে গেল মাথে।
হওয়া চাই সেটা সভ্য ভব্য এমন একটা কিছু,—
সাজ সজ্জা সম্মানে না করে একচুল নীচু!—
ওসমানের প্লেটাও আমায় করতে হবে নিখুঁৎ,—
ব্যবসার তরে সে সব কিন্তু ছাড়্‌বেনা এ শ্রীযুৎ।

বাবা বলেন—দুধের ব্যবসা না হয় ব্যাচো গুড় !
কি আইডিয়া ! একেবারেই ওল্ড্ চন্দ্রচূড় !
আত্ম-সম্মান বোধটা এঁদের একদমই ভোঁতা,
কোথায় সে সব পাবেন ঘেঁটে মার্কণ্ডের চোতা ?
গ্রামে কি আর দরকার নেই গ্র্যাণ্ড একটা মেডিকেল হল্ ?
দুধের চেয়ে সে সইতে পারে দস্তুর মত পুকুর জল !

সব অভাব কি ঘুচে গেছে এসেন্স সাবান উলের্ ?
মুদিখানার দোকান খুল্লেই মুখ উজ্জ্বল কুলের !
Anglo Vernacular মাসিক বেরিয়েছে কি দেশে ?
না বেরুতেই লুফে নেবে শিক্ষিতেরা এসে।
Catchy নাম পেলেই একটা—লাগিয়ে দেবো তাক্,
হাঘোবেরা লুকিয়ে আছে,—মনে মনেই থাক্।
এই বলে' শেষ দোকান খুলে হ'ল হরিশ মনিহার,—
পাঞ্জাবী গায় ফিট্‌ফাট্, বেচে জিনিষ গণিকার !—
হাতে ময়ূর-পুচ্ছের পাখা—সিগারেট্ খায়,—
সন্তর্পণে নড়ে-চড়ে—চুল না বিগ্‌ড়ে যায়।
কেইবা দেখে—লাভ্ লোক্‌শান,—সেরা সেরা জিনিষ্—
নিজের শোবার ঘর সাজাতেই আদা-আদি ফিনিস্ !
বক্তারা সব বোলে খালাস্—লেখকেরা লিখে ;
ত্বরায় নিরাভরণ হরিশ করলে পত্নীটিকে !
এখন আর্জ্জি হাতে হরিশ ক্রমে দ্বারে দ্বারে ধায়—
কারণ—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় !

দেশের পাপ

বরাবরই আসচি শুনে—চাক্‌রে গুলোই দেশের পাপ ;—
লেখক বক্তা সম্পাদকে দিচ্চে তাদের অভিশাপ।
সবাই কবে হবে চাষা, তাড়ির দোকান খুলবে খাসা,
কেউবা ধোপা হয়ে তোফা কাপড়গুলো করবে সাফ্ !

কারুর নাকি বড়ই দুঃখ্‌খু কেরাণিরাই দেশের আপদ,
ওঁরাই শুধু মানুষ কজন,—তারাই নাকি খাঁটি শ্বাপদ !
মোট্‌নে' সবাই গেলে হাটে কিম্বা যদি কাট্‌টা কাটে,
দেশটা সটান স্বাধীন হ'ত ঘুচত' তাঁদের মনস্তাপ।

সেইটে নাকি "মরেল কারেজ"—এম্‌-এ, মাথায় নিয়ে ঝুড়ি,
গাম্‌চা পোরে মুড়ি খেয়ে দ্বারে দ্বারে বেচবে চুড়ি ;
পূজো-বাড়ী বাজিয়ে ঢাক্ বি-এরা লাগাবে তাক্ !
আদর্শটা উঠলে গোড়ে—দেশের ভাগ্যে ধরবে ফাঁপ্।

সবাই তখন মনিব হবে রবেনা কেউ পরাধীন,
চাক্‌রী ছেড়ে হওয়াটা চাই ত্বরায় অন্ন বস্ত্রহীন।
দেখবে তাতে দুশো মজা, স্বাধীনতার উড়বে ধ্বজা,
খালিপেটে হাল্‌কা হয়ে—উচ্চ হবে, মেরে লাফ্।

উড়ো খৈ

শিখে এলো বিদেশ থেকে— রং করা, ম্যাচ্, চাষ, সাবান্,
দেখোনা কেমন ঘরের খেয়ে— বোসে তারা ভান্‌চে ধান !
ফুলের মালা, সর্দ্ধম্বনা—তা হলেই বেরুলো ডানা,—
(এখন) উড়েখাও না হয় ওড়াও— রেখে যা গিয়েছে বাপ !

ব্যবসা করবে,—পুঁজি যাদের— অন্তভক্ষ ধনুর্গুণ !
উৎসাহদাতারা খালাস্ বচন ঝেড়ে সুনিপুণ।
প্রবন্ধে আর বক্তৃতাতে লিখে দিয়ে কলারপাতে
করতালি হাতিয়ে দেখি বেমালুম্ সব হ'তে গাপ্ ;
(কারুর) সুখশয্যায় সময়কাটে—আহার ক'রে মটনচাপ্ !

বরাবরই আসছি শুনে—চাকরে গুলোই দেশের পাপ !

ফটিকের বৈরাগ্যোদয়

বাপ মলে গেলাম না কাশী না গেলাম মা গেলে,
তখনও ত যাইনি কোথাও গেল যখন ছেলে।
কিন্তু যখন হয়ে গেল পত্নীর গঙ্গালাভ,—
অনুভব করলুম প্রাণে বৈরাগ্যের ভাব।

সংসারটার এদিক ওদিক চাইতেছি যে দিকে
যা কিছু ঘোরালো ছিল—সবই ঠেকছে ফিকে!
মোহমুদ্গর পঞ্চদশী বিবেক চুড়ামণি
কোনটাতেই পাইনা তেমন সুমধুর ধ্বনি।

গুড়ুকও লাগছেনা ভালো—সবই ঠেকছে বাসি,
'রেসেতে'ও উৎসাহ নেই,— যাওয়াই ভালো কাশী।
চা আর তেমন লাগেনাক' ব্রিজ খেলাতেও অরুচি,
এক অভাবে দেখছি এখন—গেছে যেন সব ঘুচি!

বারো বছর পরে দেখি ফটিক এলো ফিরে!—
সঙ্গে পত্নী কাচ্চা-বাচ্চা! বললুম—"এসব কিরে?"

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেত্"—বল্লেন যত পণ্ডিতে
—"নইলে কিসের কাশীবাস ?"—পারলুম না ভাই খণ্ডিতে।

বাহবা ফটিক তুমিই ধন্য—ধর্ম্মগত তোমার প্রাণ,—
ধর্ম্মের তরে কিনা পারো যতক্ষণ এ দেহে জান্ !
এখন—চালাও রে ভাই তাস পাসাটা—মৎস্য ধরো কোসে,
বেকারের পুরুষকার,—আড্ডা ফ্যালো চোষে !

চুপ করে' কি থাকতে পারো দেখে বাংলার দুর্ভাগ্য ?
সবার এখন এলে যে হয় তোমার মত বৈরাগ্য !
ওইটি কেবল বাকি আছে, এসে গেছে সবই আর,
ক্ষেত্রও বেশ তয়ের পাবে—ধন্য হবে ত্যাগ স্বীকার।

বিপত্নীক-জেলে

সে—পুঁটি মাচের মত ছ্যাল বল্‌চি ওরে সত্যি,
তার—পোনা মাছের মত হাঁটি ছ্যালরে একরত্তি।
চোক্ ছ্যাল তার চাঁদা ঝ্যান—বলব কি রে দাদা
আঙ্গুলগুলি ছ্যাল ঝেন মউরলা এক গাদা।
সে কি ছ্যাল আর কেমন ছ্যাল বোলব' কিরে হীরে,
পারতাম্ ঝদি দেখাতাম রে এই বুক্‌ডা চিরে।
কোথা গেল পাঁচী আমার—পূজো এলো ফিরে!

২

সে—চলে ঝেত মনে হোত' পিরতিমে একখানা,
মুচ্‌কে ঝখন হাস্‌ত ওরে ঝরত' সোনাদানা।
চোকের সামনি ভাসত ঝেন লৈতন্ জেলেডিঙ্গি,
আড়্‌লয়ানে চাইত ঝখন হান্‌ত' ঝেন সিঙি।
কোরাস—
সে কি ছ্যাল আর কেমন ছ্যাল—ইত্যাদি।

৩

তার পায়ের গোছে পোড়তরে চুল—কেঊটের মত কালো,
ঝখন মেলিয়ে দিত জালের মত' ভুবন হ'ত আলো।
সাদাবুটী লীলাম্বরী—পোরতো ঝেদিন পাঁচী—
মনে হত আর যেন মুই থাকলামনা-রে বাঁচি!
কোরাস্—
সে কি ছ্যালো আর কেমন ছ্যালো—ইত্যাদি।

৪

গালের পাশে সোনার পুঁটি দুলতো রে তার দুল,
দেখে আমার সকল কাজে হয়ে যেত ভুল,
কাতান্ পারা নাকেতে নথ্, ভুরুর মধ্যি টিপ্,
ভুলে একদিন ঠাকরুণ ভেবে কন্নু, পেন্নাম্ ঢিপ্ !

কোরাস্—
সে কি ছ্যালো আর কেমন ছ্যালো—ইত্যাদি ।

৫

হেঁটোতে মোর লিত্য সে যে ডোলে দিত তেল্,
ওরে ক্যান' হ্যাতো করেছিলি বিঁধে গেলি শেল্ !
রোগা ছেন্নু—শরীলে মোর লাগবে বলে গত্তি,—
মাকাল ঠাকুর কাছে কত দিয়ে ছ্যালো হত্তি ।

কোরাস্—
সে কি ছ্যাল আর কেমন ছ্যাল—ইত্যাদি ।

৬

কি পাপেতে কোতা হতে এসে ওলাউটো—
জাল্-ভরা মাচ্ ছিনিয়ে নিলে বুকটা ক'রে ফুটো !
ওরে—কার আমি কি করে ছেন্নু তাইত পেন্নু সাজা,
ঝ্যান্তে আমি হচ্চিরে ভাই কইয়ের মত ভাজা !

কোরাস্—
সে কি ছ্যালো আর কেমন ছ্যাল—ইত্যাদি

ওরে—এই পূজোতে চেয়ে ছ্যাল দুখান্ রূপোর পঁইচে,
পারলামনারে দিতে তারে—পরাণটা মোর দইচে!
অন্তিম্ কালে জলভরা চোক্ চাইলে আমার ভিতে,
হেদয় মাজে বর্‌সী ঝেন রেখে গেল' গিঁতে!

কোরাস্—

সে কি ছ্যাল আর কেমন ছ্যাল বলব কি রে হীরে,
পারতাম যদি দেখাতাম রে এই বুক্‌ডা চিরে,
কোথা গেল পাঁচী আমার পূজো এল ফিরে!

বীরেশ্বরের মরেল্-কারেজ্

"হক্ কথাটা বোল্‌বো, তাতে ভয়টা আবার কার্ ?
তা, হোন্‌না কেন বাবা খুড়ো, কিম্বা গুরু ঠাকুর,
অন্যায় যা সইব'না তা হোননা কেন' পরিবার ;
মেয়ে মানুষ্ নইত' আমি—নইত' গরু বাচুর্ !"

—সর্ব্বদাই বোল্‌তো বীরু ; রাগটাও ছিল বেজায়,
পুরুষের লক্ষণ সেটা,—ধারণাটা ছিল তার ;
একদা তার পাত থেকে বেরালেতে মাছ নে যায়,
বীরু তারে করেই দিলে ভবনদীর পার্ ।

মাঝে মাঝে খেতে বোসে—উঠে পোড়তো হঠাৎ
কারণ সেদিন হ'য়ে থাকবে—লবণাক্ত সুক্ত ;
উঠোনেতে থালা বাটি পোড়ত' গিয়ে ঝনাৎ,
অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে বীরু চলে যেত অভুক্ত ।

ঘরে ফিরে দেখ্‌ত' যদি কাঁদচে কোনা বাচ্চা,
মা ষষ্ঠীর কৃপায় তার ছিলও তা সাত্‌টি,
সজোরেতে পরিবারকে থাব্‌ড়ে দিত' আচ্ছা,
অনাহারে সকলেরই কেটে যেত' রাত্‌টি ।

উড়ো খৈ

একদিন ঝড়বৃষ্টি—গঙ্গায় ভীষণ তুফান,
বেজায় ভিজে পদব্রজে আপিস্ যেতে বেলা,
অগ্নি মূর্ত্তি মনিব তেড়ে—ধোরলে বীরুর কান—.
এবং "নিকাল যাও"—বোলে মারলে ঠেলা।

হক্-কথাটা বীরুর মাথায় গেল তখন ঘুলিয়ে;
—"ক্ষমা করুণ হুজুর—আমার হয়ে গেছে অন্যায়,"
কাতর মুখে বল্লে বীরু—জোড় হাতটা তার তুলিয়ে,
(এবং) চোখ দুটোও প্রবল বেগে ভাসলো অশ্রু বন্যায়!

ডাক্‌সাইটে স্পষ্টবক্তা বীরেশ্বর রায়,
বাপ খুড়ো কি গুরুঠাকুর কিছুই না বাছে,
যার সামনে কথা কইতে সবাই ভয় পায়,—
সেও দেখছি মনুষ্যত্ব বিকোয় চাকরির কাছে!

আপিস শুদ্ধ্ ভাবে তখন—কেন হয় এটা?
আমরাও যে মানুষ—ভয়ে ভুলিয়ে দেয় সেটি,
সত্য কথা বল্লেইত' চুকে যায় ল্যাঠা,—
একেই কি বলে তবে শ্লেভ্-মেন্টালিটি?

খেয়ে উপকার

কিছু না পেয়ে অবশেষে ভজহরি দত্তের
সাধটা গেল উদ্ঘাটনে দার্শনিক তত্ত্বের।
চাকরী কি চাষবাসও যখন জুটলনাক' তার
একেবারে হয়ে পোড়লো বিষয় কর্ম্মের বার ;
দাওয়ায় ব'সে—এক কোল্‌কে সেজে গপ্পা-গুড়ুক্,
ছেড়ে দিলে চিন্তাটায়, সে—স্বাধীন ভাবে উড়ুক্।
বারটা না বাজতে সেটা ফিরে এলো,—ছাখে,—
কোথাও আর নড়ে না সে,—পেটের প'রেই ঠ্যাকে।
ভাবগুলো সব ঘুলিয়ে গেল,—উঠে আস্তে আস্তে
পিঁড়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো কাসতে কাস্‌তে।

বউ ঠাকরুণ ভাতের থালা ঝনাৎ ক'রে ঠুকে
ফিরে বসে উনুন ঘেঁসে, বল্লেন্ ব্যাজার মুখে—
"মাটির উনুন কাট্ গিল্‌চে—পাচ্চি কিন্তু কাজ,
হাত্‌পা মাথা থাকতে মানুষ আস্তো গেরোবাজ্!"
বাজে কথায় ভজহরি দিতনা বড় কান,
যেমন আর যা জুট্‌ত' খেয়ে যেত' সটান্।
আজ কিন্তু কথাটা শুনে ভজহরি দত্ত
এক মনে বেহুঁশ্ হয়ে—ভাবতে লাগল অর্থ।
তিন জনের ভাত উঠে গেল,—নোয়না আর পিট,
ভাজ বল্লেন্—"পেটে কি আজ ঢুকেছে ভস্মকীট ?"

কাজেই সেদিন আহারের ওইখানেতেই শেষ,
বাইরে এসে মুখ হাত ধুয়ে তাকিয়া দিয়ে ঠেস্—
ভাবতে লাগল ভজহরি গুড়ুক খেতে খেতে,—
আপনি ছাড়া নাই কি উপ্‌কার মানুষের আহারেতে?
চিন্তার ঝাঁকে নিদ্রা এলো, বোল্লে—এখন থাক্,—
পা ছড়িয়ে পোড়লো শুয়ে—ডেকে উঠলো নাক্।

"আপনি বাঁচলে বাপের নাম", এই যে শুনতে পাই,
কি ক'রে তা থাকে বজায়—আমি যদি না খাই?
মোর আহারে বেঁচে যাচ্চে পত্নীর একাদশী,
খেতেও পাচ্চেন মাছ মাংস দুবেলাই কসি।
মুদি, মেচনী, ময়রা হেটো—হচ্চেনা কি উপকার কারো,
ধোপা নাপিত দরজি মুচি—কত রয়েছে আরো!
(সুতরাং) আর কিছু না ক'রে যদি ক'রে যাই শুধুই আহার
এবং বেঁচে থাকি, তাতেও ত' বহুৎ উপকার।
এই তত্ত্বে উপনীত শেষ—হয়ে ভজহরি
নোড়লোনা আর,—বেঁচে রইল আহারটাই করি।

নিরুপায়ের উপায়

দেখচ' যখন কোন দিকেই আয়ের উপায় জুট্‌চেনা,
সংসারেতে টানাটানি চিন্তাতে প্রাণ বাঁচ্‌চেনা,
দারা পুত্র এস্তোক্ বউঝি কোন কথাই শুন্‌চেনা
মুদি বেটাও হাত গুটুলো—ধার্‌টার আর দিচ্চেনা,—
কাশী যাও।

দেখচ' যখন পরম শত্রু জ্ঞাতির সঙ্গে বোন্‌চেনা,
অনুনয়েও পাওনাদার তাগাদাটা ছাড়্‌চেনা,
মেয়ের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে কোন বাধাই মান্‌চেনা,
বের বয়স সব পেরিয়ে গেল—সস্তা ছেলে মিল্‌চেনা,—
কাশী যাও।

এক অন্নে ভাইয়ের সঙ্গে দেখচ' যখন থাকা দায়,
তোমার উপায় নাম মাত্র ভায়ের এখন বড় আয়,
ছোট বউমাও বাঁচেন যখন পাপগুলো হ'লে বিদায়,
ছোট ভাইও অপ্রকাশ্যে পুরোপুরিই সেইটে চায়,—
কাশী যাও।

মিথ্যে মকর্দ্দমায় যখন করলে নিজের সর্ব্বনাশ,
বাড়ী নিলেম হবে এবার—বিজ্ঞাপনে যেই প্রকাশ,—
ঘটি বাটি বিছ্‌না মাতুর এস্তোক বেচে ঝাড়ের বাঁশ—
টিকিট কিনে লম্বা হয়ে একেবারে উর্দ্ধশ্বাস্—
কাশী যাও।

পত্নী গেছে,—কি যে কষ্ট অপরে কি বুঝবে তার,
সবাই এসে দেন উপদেশ "এ বয়সে 'বে' নয় আর !"
এক মুঠো অন্ন খাওয়া হোটেলে, কি অশ্রদ্ধার,
দেশে যদি সে কষ্টটা কারু কাছে কওয়াই ভার,—
কাশী যাও।

না মিলচে মাচ মাংস,—না মিলছেন ভগবান,
সোনা বানায় মিলচেনাক' এমন সাধুরও সন্ধান্
বসে' বসে' খাওয়া চলে মিলচেও না এমন স্থান্,
নেশা ভাং আর পাতকগুলোর জুট্‌চেওনা অনুষ্ঠান্,—
কাশী যাও।

দেশে যদি বিষয় কর, দাদার ছেলেও ভাগটা পাবে,
তা হলেত' তোমার ছেলের আদা-আদি কমেই যাবে,
ভাইপো কেবল মজা মেরে সমান হিস্‌সে ব'সে খাবে !
ভাবচো আরো—দুর্গোৎসবটা তুলে দেওয়া যায় কি ভাবে ?
কাশী যাও।

অতীত

ভাগ্যে অতীত কয়না কথা তাই না আছি বেঁচে,
নইলে টিকির চাষ চলবে পুরোদমে কেঁচে।
হাঁটুর ওপর হাফ্‌প্যান্ট্‌ পরে', ভট্‌চায্যির ছেলে—
রং দেখিয়ে বেড়াবেনা ঘণ্টা নাড়া ফেলে!
দাঁতনেতেই সাড়ে দশটা চাকরির দপারপা,
তখন,—হরি-মটর মেরে চলবে কোসে মালা জপা।

কবি মোদের মালসা মেরে লিখবেন মনসার ভাসান্‌,
বাহবা দিবেন প্রবীণেরা—গলে যাবে পাষাণ!
অশ্লেষা আর মঘার ঠেলায় দেশ ভ্রমণ ছেড়ে
পা গুটিয়ে আরামেতে ব'সে থাকবেন বেড়ে।
টিকি রেখে কণ্ঠি নিয়ে খোল বাজাবে তরুণ,
হরি নামে ভক্তের চোখে ভর করবেন বরুণ।

চয়নিকা তুলবে পটল অটল হবেন পঞ্জিকা—
শিব-তাণ্ডব সুরু হ'বে সস্তা পেয়ে গঞ্জিকা!
অতীতকে আর এতো করে' কেনো সাদাসাদি,
চায়ের দফা গয়া হবে স্ফূর্তি হবে বাদি।
গত জন্মের প্রিয়ার পল্‌টন্‌ কয়ে উঠবেন কথা,—
কারুর হাতে ঝাড়ু, কারুর বুক'ফাটা ব্যথা!

বেঁচে আছি পাওনাদার সব মরে গেছে শুনে।
হেঁকে বলবে—দাওতো বাবু সুদশুদ্ধ গুণে!
চপ্ আর ডিম্ব নবীর কুঞ্জে চলছে যখন প্রেমে,—
ছি ছি করে উঠবে বিমান উঠতে হবে ঘেমে!
জিব উপড়ে তুষানল আর শূলের হবে ব্যবস্থা,
কে জানে ভাই পঞ্চগব্য খেতে বলবেন ক'বস্তা!

হেয়ার-কটার্ ডেন্টিষ্টের তুলতে হবে পাট্,
তিন ভাগ বিজ্ঞাপনের বন্ধ হবে হাট।
রান্না ঘরে থোড়ের ঘণ্ট রাঁধবেন বসে গিন্নি,—
'রিচ্-ডায়েটের' মধ্যে কেবল রবে কাঁচা সিন্নি।
দোহাই কবি রক্ষা করুন থাকুন নীরব অতীত,
ডেকে আর আনবেন না unwelcome অতিথ।
নামাবলি উঠবে অঙ্গে Tailor shop বন্ধ,
Rare হবে এত সাধের পলাণ্ডুর গন্ধ।

উকোর শব্দে গুলজার হবে হুঁকো-পটি,
তাল ঠুকে আসর নেবে তালতলার চটি।
খাঁটি অবিমিশ্র আবার হয়ে উঠবে জাতটি,
গঙ্গালাভের তরে রবেন নিমতলার ঘাটটি।
ছত্রিশ জাত তুলবে প্রবল ছত্রিশ রাগিণী,
রাজবেশে বিভীষিকা দেখাবে পাণিনি।

গোল্লায় যাবে রসগোল্লা গুড়ের বাড়বে মান,
পক্কান্ন মিষ্টান্ন-শ্রেষ্ঠ—লবে আপন স্থান।

বাতাসা বানাবে হরদম নবীনাদি মোদক,
করাত নিয়ে হাজির আবার হবেন 'শিশুবোধক'।
কান্নাকাটি পড়ে যাবে 'পাবলিসরের' বাড়িতে,
যখন,—মোদের মালের গঙ্গাযাত্রা চলবে গরুর গাড়িতে!
রক্ষা করুন—কাজ নেই আর অতীতেরে ডাকি,
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যখন,—তাই মেনেই থাকি।

নববর্ষের প্রতি

এস' এস' বর্ষ এস'
কথা আছে, কাছে বস'
মৎলবটা ব'লে ফেল দিকি ;
বস্তুটি ত' সোজা নও
বারমাসের বোঝা বও
কৃপায় তোমার অনেক কিছু শিখি।

জ্ঞানে দেখা ইস্কুলেতে
পীলে শুকোল' পরীক্ষেতে—
সে বছরটা হলুম যখন ফেল্।
তোমার তরে আশা ক'রে
ফিরে বছর পাশ্‌টা তরে
সারা রাত্তির পুড়িয়েছিলুম তেল।

পরে চাকরি করি যখন
জানুয়ারিতে বাড়ত বেতন,
মাস গুণতুম তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালে যদি থাকত' লেখা—
মাসে মাসে তোমার দেখা,
বালাখানা টাকায় যেত ছেয়ে!

দিন যত হয়েছে গত
চাইতুম তোমায় দিনের মত,
পেন্‌সন্‌টা হলে তখন বাঁচি।

কিন্তু সত্যি ব'লতে কি,—
মেয়েয় দেখে শিউরেছি
বড্ডই যখন বেড়ে উঠ্‌চে পাঁচি!

জমীদারের নিমাই পাক্‌,
টেক্সো-দারোগার হাঁক্‌—
কড়া তাগাদায় চোখ রাঙাত' যখন,

আশ্বিনেতে পূজোর শানাই,
তত্ত্বের ফর্দ্দ দিত জানাই,
মোটেই তোমায় রুচত'নাক' তখন্‌।

২

'বটন্‌-হোলে' গুঁজতুম্‌ ফুল,
দশা'না ছ'-আনা চুল,
এখন আবার রাখিয়ে দেছ টিকি!

ফুরিয়ে দেছ ক্রকেট্‌ টেনিস্‌,
বাতে এখন করাও মালিস্‌!
হাঁপানিটে মারচে বেজায় ঝিঁকি!

উড়ো খৈ

নাই সে এখন 'মর্ণিং টি,'
গঙ্গা জলের পিপাসী,
নাম কেনবার নাইক' আর সে জেদ,

আবার এলে জিজ্ঞাসি তাই,
লজ্জা কিসের দাওনা জানাই
এখনো কি আছে কিছু খেদ্ ?

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকাবলী

আমরা কি ও কে	২৲
কবুলতি	২৲
কোষ্ঠীর ফলাফল	২॥০
চীনযাত্রী	১॥০
শেষ-খেয়া	১॥০
পাথেয়	১॥০
ভাদুড়ী মশাই	২॥০
দুঃখের দেওয়ালী	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা